মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোনও সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি; এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রিস্টধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। .... অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতিঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন থেকে দূর করবার উদ্দেশ্যে সরল অন্তকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ মত আমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি। ... ... আমি শপথ করে বলছি যে, আমার উপর এজাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, এরূপ কোনও বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কখনও কিছু বলব না বা লিখব না। এরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানতে পারলে অথবা কারও উপর ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হলে পবিত্র ধর্মসংস্থার কাছে অথবা যেখানে অবস্থান করব সেখানকার বিচারকের কাছে আমি তা জ্ঞাপন করব। শপথ নিয়ে আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার উপর যেসব প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ প্রদান করবে আমি তা হুবহু পালন করব। এসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যে কোনও একটি যদি ভঙ্গ করি তাহলে শপথ ভঙ্গকারীর জন্য ধর্মধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ অথবা বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। অতএব ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করে আছি এরা আমার সহায় হোন। আমি উপরে কথিত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করলাম এবং নিজেকে উপর্যুক্তভাবে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্রুত হলাম। এর সাক্ষ্য হিসেবে স্বহস্তে লিখিত শপথনামা যার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়েছি তা আপনাদের কাছে সমর্পণ করছি। ২২ জুন, ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট।"

পরিশিষ্ট ৩। ব্রুনোর আত্মত্যাগ

জিওর্দানো ব্রুনো জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইতালীর নেপলসের কাছে নোলা নামের একটি ছোট শহরে ১৫৪৮ সালে; সে সময়টি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিপ্লবের উষালগ্ন যা সূচিত হয়েছিল ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাসের "De revolutionibus orbium coelestium libri VI' শিরোনামে যুগান্তকারী গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। আর রোমীয় ক্যাথোলিক চার্চ ষোড়শ শতাব্দীর বিশ্বখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক বিজ্ঞানীকে চার্চীয় ধর্মমতবিরুদ্ধ মত (heresy) পোষণের অভিযোগ এনে বিচার-প্রহসনের নামে হত্যা করল ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম জীবনে ব্রুনো ১০ বছর কাটিয়েছিলেন সেন্ট ডোমিনিকের আশ্রমে (monastery) এবং ১৫৭২ সালে ডোমিনিকান শৃঙ্খলার (Dominical order) সম্প্রদায়ে প্রবেশের মধ্য দিয়ে জিওর্দানো নাম গ্রহণ করেন। তার শিক্ষা শুরু হয়েছিল অ্যারিস্টলীয় ও থোমিস্ট ঐতিহ্যের মধ্যদিয়ে আর তা পরিণতি লাভ করে বিরুদ্ধবাদী হেরমেস ত্রিসমেজিস্তাসের (apocryphal Hermes Trimegistus Neoplatonism) লেখার সে সময়ের পুনর্জীবিত ও চিত্তাকর্ষক ভাবধারায় পুষ্ট রহস্যবাদী নব্যপ্লেটোবাদ (Neoplatonism) গ্রহণে। শিগগিরই তিনি ডোমিনিকান বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইতালী থেকে পালিয়ে যান ১৫৭৬ সালে। এর পর থেকেই ইউরোপের নানা স্থানে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় (১৫৭৬-৯১), আর এর মধ্যেই তিনি রচনা করে চলেন বিভিন্ন গ্রন্থ যা তাকে খ্যাতি এনে দেয় দার্শনিক, বিজ্ঞানী আর পণ্ডিত হিসেবে। খ্যাতি পান প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিপরীতে তার অবস্থান এবং বিরুদ্ধবাদী দর্শন ও চিন্তা যেমন তাকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে তুলেছিল, তেমনি চার্চীয় ধর্মসংস্থাগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

তার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ ফ্রান্সে থাকাকালে (১৫৮১-৮৩) রচিত 'স্মৃতিসহায়ক' (mnemonics) বিষয়ের উপর দুটি গ্রন্থ -"Clavis Magna' ও 'Great Key' এবং 'The Torch-Bearer by Bruno the Nolan (Il Candelio)' নামে একটি নাটক, যেখানে খ্রিস্টধর্মের একটি অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এ সময়ের লেখা তার আর একটি বিখ্যাত পুস্তক হলো Shadows of Ideas (De umbris idearum) 1582।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে (১৫৮৩-৮৫) লিখেছেন ছয়টি পুস্তক, সবগুলোই মাতৃভাষা ইতালীতে রচিত :

The Expulsion of the Triumphant Beast (Il Spacio della bestia trionfante) 1584,
The Ash Wednesday Supper (La Cena de le ceneri) 1584,
Cabala of the Cheval Pegasus (Cabala del cavallo pegaseo con liagguiunta delliasino cilleninco) 1585,
On Heroic Frenzies (De gli eroici furori) 1585
Cause, Principle and Unity (Della causa, principio e uno) 1584,
On the Infinite Universe and Worlds (De liinfinito universo e mondi) 1584

এছাড়া এর সাথে যোগ করা যেতে পারে— "De Compendiosa Architectura'. De Triplici Minimo', 'De Monade, Numero et Figura' ও Trigenta Sigilli (Thirty Seals)। ব্রুনোর বিশ্বতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে "Ash Wednesday Supper, Cause, Principle and Unity, O the Infinite Universe and Worlds" প্রভৃ গ্রন্থে, যেখানে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনি উন্নতি সম্পর্কিত প্রাকচিন্তনে ব্রুনোর প্রজ্ঞো ধীশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের অনুপস্থিতিতে, কেবল ধীশক্তি সাহসী সংজ্ঞার (intution) মাধ্যমে তিনি যে স সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা অনেকের ম কোনও কোনও দিক দিয়ে তাঁর উত্তরসূ গ্যালিলিও ও কেপলারের কর্মকেও অতিক্রম ক গেছে। সবগুলো গ্রন্থই কথোপকথনের শৈলীতে লেখা যেখানে ব্রুনোর সৃষ্ট চরিত্ররা, যার মধ্যে ব্রুনো স্বয়ং একজন, দর্শনের বৈচিত্র্যময় মত ও পথ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে যুক্তি ও প্রতিযুক্তি উত্থাপন করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, Ash Wednesday Supper গ্রন্থে তিনি অক্সফোর্ডে পণ্ডিতদের এই বলে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন যে এসব সম্মানী অধ্যাপকেরা গ্রীক-দর্শন অপেক্ষ বিয়ার সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। অথচ এই গ্রন্থটিতেই এবং "On the Infinite Universe and Worlds" এ আরও বিশদভাবে, তিনি সর্বপ্রথম অনন্ত বিশ্বজগতের অস্তিত্বের পক্ষে জোরালো যুক্তির অবতারণা করেন, যেখানে থাকতে পারে পৃথিবী সদৃশ অসংখ্য জগৎ। এ দিক দিয়ে, তিনি কোপার্নিকাসের কল্পিত সীমিত বিশ্বের মডেলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে কোপার্নিকাস কল্পিত মহাবিশ্বের সীমা হলো স্থির নক্ষত্র গোলক আর এই বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। অন্যদিকে ব্রুনোর মতে সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্র হতে পারে না, কারণ যদি সূর্যকে অন্য কোনও নক্ষত্র থেকে অবলোকন করা যায় তবে একে অন্য কোনও তারকা থেকে আলাদা মনে হবে না। ব্রুনো এমনও বলেছেন যে মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো অন্য বিশ্বেও প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। জার্মান দার্শনিক এর্নস্ট ক্যাসিরের ব্রুনোর অনন্ত বিশ্ব সম্পর্কিত ধারণার উপর মন্তব্য করেছেন ঃ

This doctrine... was the first and decisive step toward man's self liberation. Man no longer lives in the world of a prisoner enclosed within the narrow walls of a finite physical universe. He can traverse the air and break through all the imaginary boundaries of the celestial spheres which have been erected by a false metaphysics and cosmology. The infinite universe sets no limits to human reason; on the contrary, it is the great incentive of human reason. The human intellect becomes aware of its own infinity through measuring its powers by the infinite universe. (Infinite worlds of Giordano Bruno by Antoniette Mann Patterson, 1970)

অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে On the Infinite Universe and Worlds গ্রন্থটিতে